মুজিবনগরে থানা পুলিশের অভিযানে ৮ জন আসামি গ্রেফতার

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে থানা পুলিশ গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান পরিচালনা করে গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত ৮ আসামিকে গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

এদের মধ্যে এস সি ২২/২২ ভবানীপুর গ্রামের আবুল কালামের ছেলে জহুরুল ইসলাম, জিআর ৬৯/২০ আনন্দবাস গ্রামের তাহাজ উদ্দিনের ছেলে হিলটন আলী, জি আর ১৫/২০, বাগোয়ান গ্রামের আব্দুল হান্নান খানের ছেলে মনিরুল ইসলাম ওরফে ময়না, সি আর ১১৯/২৩ কোমরপুর গ্রামের মৃত মুরাদের ছেলে মোহাম্মদ আলী, সি আর ১১৯/২৩ কোমরপুর গ্রামের মোহাম্মদের ছেলে সাইফুল ইসলাম, সি আর ১১৯ /২৩ কোমরপুর গ্রামের মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন, সি আর ১১৯/ ২০ কোমরপুর গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে আরিফুল ইসলাম এবং মুজিবনগর থানার নং-৮ মামলার এজাহারভুক্ত আসামী মহাজনপুর গ্রামের খেদের আলীর ছেলে রহিদুল ইসলাম গ্রেফতার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশের একাধিক টিম।

গ্রেফতার কৃত আসামিদের শুক্রবার বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৫ টি মামলার আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৫ টি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক আসামি তানভীর সাজ্জাদকে গ্রেফতার করেছেন।

গ্রেফতার তানভীর সাজ্জাদ গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের হাওড়াপাড়া এলাকার মিনাল হকের ছেলে।

বুধবার দিবাগত রাতে গাংনী থানার এসআই মাসুদ, এসআই আশিক, এএসআই জাহিদ সঙ্গীয় ফোর্সসহ ছাতিয়ান গ্রামে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে

তানভীর সাজ্জাদকে গ্রেফতার করেন।

সিআর ১৭১৮/২২ নং মামলায় তাকে গ্রেফতার করার পর জানা গেছে, তার বিরুদ্ধে মোট ৫ টি মামলায় আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করেছে।

গ্রেফতারকৃত তানভীর সাজ্জাদকে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানা পুলিশের ওপেন হাউস ডে অনুষ্ঠিত

“তথ্য দিন সেবা নিন”পুলিশই জনগন, জনগনই পুলিশ”
এই প্রতিপাদকে সামনে রেখে পুলিশ সেবাকে জনগণের মধ্যে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয়ে এবং মাদক, সন্ত্রাস,জঙ্গীবাদ, এবং বিভিন্ন অপরাধ দমনে জনপ্রতিনিধি,সুসিল সমাজ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সাধারণ জনগনকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে একটি সুন্দর অপরাধমুক্ত, মাদকমুক্ত উপজেলা গঠনে সবার সহযোগিতার কামনা করে মুজিবনগর থানা পুলিশের ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় মুজিবনগর থানার চত্বরে এই ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর থানার ওসি তদন্ত আব্দুল আলীমের সঞ্চালনায় এবং মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেলের সভাপতিত্বে ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমান হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম রবি, দারিয়াপুর ইউপি আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার,

মোনাখালী ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইন, বাগোয়ান ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু, উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক তহমিনা খাতুন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স।

এ সময় ওপেন হাউসে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ওয়ার্ড সদস্য বাবুল মল্লিক, মোনাখালী ইউপি সদস্য মোমিনুল ইসলাম মমিন, বাগোয়ান ইউপি ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ, দারিয়াপুর ইউপি সদস্য রাসেল উদ্দিন, বাগোয়ান ইউপি সদস্য দানারুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউপি সদস্য শাহ মোহাম্মদ আরিফ হোসেন,মুজিবনগর উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি ও মোনাখালী ইউপি সদস্য আবুল কালাম আজাদ, দারিয়াপুর ইউপি সংরক্ষিত মহিলা সদস্য সাহিনা খাতুন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম তার বক্তব্যে বলেন, মাদক সন্ত্রাস জঙ্গি এবং অপরাধমুক্ত সমাজ গড়তে হলে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে আপনারা এগিয়ে না আসলে একটি সমাজ থেকে অপরাধ দূর করা সম্ভব নয়। আপনারা পুলিশকে তথ্য দিন অপরাধ দমনে সহযোগিতা করুন। তিনি আরো বলেন আমার দরজা আপনাদের জন্য সব সময় খোলা। এ সময় তিনি নিজের মোবাইল নম্বর সবাইকে সংরক্ষণ করার জন্য বলেন এবং যেকোন প্রয়োজনে তাকে ফোন অথবা মেসেজ দেয়ার জন্য বলেন।

ওপেন হাউসে অনুষ্ঠানে উপজেলার জনপ্রতিনিধি সুশীল সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিপুলসংখ্যক সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৭

গাংনী থানা পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

বুধবার দিবাগত রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ৭ জন রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে অভিযানে পুলিশের পৃথক টিম অংশ নেয়।

পুলিশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত গ্রেফতার

এনআই এ্যাক্ট মামলায় ২ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আবু জাফর ওরফে হিরনকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আবু জাফর গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের কামারখালি গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) ভোররাতের দিকে গাংনী থানা পুলিশের তদন্ত অফিসার (ওসি তদন্ত) মনোজিত কুমার নন্দীর নেতৃত্বে এসআই আশিক, এসআই মাসুদ এএসআই জাহিদ সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

তার নামে পিরোজ জেলার একটি থানায় ব্যবসায়ীক লেনদেনের চেক ডিজঅনার হওয়ায় একটি মামলা হয়। যার নং ১৮৬/১৯।

মামলায় তার ২ বছরের কারাদন্ড দেন আদালত। দন্ডিত হওয়ার পর সে পলাতক জীবন যাপন করছিলেন।

আজ বৃহস্পতিবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪, দুটি মামলা রেকর্ড

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।
আসামিদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে পুরনো মামলায় ৩ আসামি ও মুজিবনগর থানা পুলিশশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১ আসামী গ্রেফতার করেছেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে শনিবার সকাল থেকে আজ রবিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
এসময় মেহেরপুর সদর থানায় একটি ও গাংনী থানায় নারী নির্যাততন দমন আইনে একটি মামলা রুজ্জু হয়েছে।
মেহেরপুর পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ রবিবা (৪ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

পুলিশ দেখেই ভো দৌড়। তারপরেও রেহায় পেলোনা মাদক ব্যবসায়ী

পুলিশ দেখেই ভো দৌড়। তারপরেও পুলিশের হাত থেকে রেহায় পেলোনা মাদক ব্যবসায়ী জহিরুল ইসলাম (৩০)। অবশেষে ৫ গ্রাম হেরোইনসহ

পুলিশের হাতে আটক হলেন জাহিরুল ইসলাম।

আজ সোমবার (১৫ আগষ্ট) দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলামিন হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম শহরের পন্ডের ঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন।

আটক জহিরুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের দবির আলীর ছেলে।

এসআই আলামিন বলেন, গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিল ও বিশেষ অভিযান ডিউটি করাকালীন সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে শহরের পন্ডের ঘাট এলাকায় মাদকদ্রব্য হেরোইন বিক্রয় হচ্ছে।

খবর পেয়ে পুলিশের ওই টিমটি তাৎক্ষনিক ভাবে ঘটনাস্থলে পৌছানো মাত্রই পুলিশ দেখে আসামি জহিরুল দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। এসময় পুলিশের টিম তাকে ধাওয়া দিয়ে আটক করে। তার শরীর তল্লাশী করে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

আটক আসামীর বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় ২০১৮ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ৮(ক) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। যার মামলা নং-২৩, তাং-১৫/০৮/২০২২। পরে আজ সোমবার (১৫ আগষ্ট) বিকালে বিচারের জন্য মেহেরপুরের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নারীসহ দুই আসামী গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন ও নিয়মিত মামলায় ১ জনসহ ২ আসামী গ্রেফতার করেছেন। এরা হলেন, গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামের হারান আলীর স্ত্রী আরজিনা খাতুন ও মেহেরপুর সদর উপজেলার বেলতলাপাড়া গ্রামের মৃতু আযম উদ্দীনের ছেলে আলম শেখ।
আরজিনা খাতুনের নামে অপহরণের অভিযোগে নিয়মিত মামলায় রয়েছে। গাংনী থানার মামলা নং ২৯, তারিখ ২৯/০৭/২০২২। ধারা ৭/৩০।

এছাড়া আলম শেখ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার আসামী। সে বর্তমানে গাংনী উপজেলা শহরের চৌগাছা গ্রামে বসবাস করছেন। গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে থানা পুলিশের পৃথক টীম শনিবার (৩১ জুলাই) দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে এই দুই আসামীকে গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (৩১ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে হাত পা ও মুখ বাঁধায় অবস্থায় নির্মান শ্রমিক উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরঘরিয়া বিলের পাড়ের একটি ঘর থেকে মুখ, হাত ও পা বাঁধা কর্দমাক্ত অবস্থায় নাহিদ হোসেন (২৪) নামের এক নির্মাণ শ্রমিককে উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

নাহিদ হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া গ্রামের আলমগীর হোসেনের ছেলে।

সে বর্তমানে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা গেছে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে হাত, পা ও মুখে টেপ মারা এবং শরীরের সমস্ত জায়গায় কর্দমাক্ত অবস্থায় তেরঘরিয়া বিল পড়ে একটি ঘে রর ভিতর পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে রাতে মেহেরপু র-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল সেখানে পৌঁছায়। কে বা কি কারনে থাকে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল সেটিও রহস্যজনক।

নাম প্রকাশ করার শর্তে স্থানীয়রা জানান, নাহিদ হোসেন একজন মাদকাসক্ত। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে এলাকায় ছোট খাটো চুরির অভিযোগ রয়েছে। নারী ঘটিত কারনে এ ঘটনা ঘটেছে বলেও গুঞ্জন উঠেছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)জুলফিকার আলী বলেন, স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন। তবে, নাহিদ পুলিশের কাছে একেকবার একেক কথা বলেছেন। তার বিষয়টিও রহস্যজনক। প্রকৃত বিষটি তদন্ত শেষে বলা যাবে।

গাংনীতে ৫ টি বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

গাংনী উপজেলার খাসমহল সীমান্ত থেকে ৫ টি ককটেল সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। ভারতীয় সীমান্তে আন্তর্জাতিক পিলার ১০৮/১ এস এর নিকটবর্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরের একটি পুকুরের মধ্যে থেকে কসটেপ মোড়ানো এই বোমা বস্তুগুলো উদ্ধার করে পুলিশ।

শুক্রবার দিবাগত (১০ জুন) রাত ১১ টার দিকে এই বোমা উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম।

আজ শনিবার (১১ জুন) দুপুরের দিকে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, খাসমহল গ্রামের আব্দুল হান্নানের একটি পরিত্যক্ত পুকুরে লালটেপ মোড়ানো বোমাগুলো প্রথমে বিজিবি সদস্যরা দেখে থানা পুলিশকে খবর দেন। পরে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এএসআই আযম ও তার সঙ্গীয় ফোর্সসহ সেখানে গিয়ে এগুলো উদ্ধার করে পানিভর্তি বালতিতে রাখা হয়। এলাকায় আতংক তৈরী করতে কোনো দুস্কৃতিকারীরা এ গুলো রেখে গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ওই এলাকায় দুটি পক্ষ বিবাদে জড়িয়ে উত্তেজনা তৈরী করেছেন। কোনো পক্ষ প্রতিপক্ষদের ফাঁসাতে এগুলো রাখতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ওসি আব্দুর রাজ্জাক দুপুরেই এলাকায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন বলে জানান তিনি।